VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

Topic- বৈষ্ণব পদাবলী
Course-প্রাগাধুনিক সাহিত্য
Paper- BNGHCC-8
Semester- 4th
Name of the Teacher- Prof. Subrata Samanta
Name of the Department- Bengali

অভিসার

বৈষ্ণব কবিদের সম্ভবত সর্বাধিক প্রিয় বিষয় অভিসার। অমরসিংহের গ্রন্থে অভিসারিকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "কান্তার্থিনী তুযা যাতি সংকেতং সাভিসারিকা"
অর্থাৎ ,কান্তের সঙ্গে মিলনমানসে সংকেতকুঞ্জে গমন করে যে নারী তাকেই বলা হয় অভিসারিকা। এই অভিসারিকা নারীর দৃষ্টান্ত প্রাকৃতে গাথা সপ্তশতী, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যেও আছে। রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে অভিসারিকা নারীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে-
" যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।।"

অর্থাৎ যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা নিজে অভিসার করেন তিনি অভিসারিকা। এই অভিসারিকা জ্যোৎস্না এবং তমসা বিশেষে দুই প্রকার। এই অভিসারিকা জ্যোৎস্না ও অন্ধকার বিশেষে বিশেষ বেশ দ্বারা সজ্জিতা হন। তবে উজ্জ্বলনীলমণিতে দুই প্রকার অভিসারের কথা বলা হলেও পীতাম্বর দাসের রস মঞ্জরিতে এবং অন্যান্য আরো ছয় প্রকার অভিসারের কথা বলা হয়েছ।

যাত্রাকালে এই নায়িকা যেন লজ্জায় লীন হয়ে যান কিন্তু তার অলংকার থাকে শব্দহীন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অভিসারের আটটি শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। যথাক্রমে, জোৎস্নাভিসার, তামসা অভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, উন্মত্তাভিসার,সঙ্করাভিসার।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে একটি রোমান্টিকতার সুর সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব কবিদের অনেকেই যে রোমান্টিক সৌন্দর্যের পটভূমি থেকে যাত্রা করে ক্রমাগ্রসর মানবতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত এক আধ্যাত্মিক জগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিটি পর্যায়ে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ কবিপ্রাণকে আকুল করে তুলেছে। বিশেষত অভিসারের পদগুলিতে অপ্রাপ্যকে পাওয়ার কামনা, দূরের প্রতি আকর্ষণ, সকল বাধা অতিক্রম করে প্রিয়

এই পদটি নিশাভিসারের অন্তর্গত। এখানে অন্ধকার বর্ষার রাত্রে পথ চলতে গেলে রাধাকে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হবে সেই বাধা অতিক্রমের জন্য রয়েছে পূর্বপ্রস্তুতির বর্ণনা। ঘরেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছে। সমাজ-সংসারের ভয় শাসন অগ্রাহ্য করে রাধা অভিসারের জন্য নানা উপায়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যেমন পথে আছে কাঁটার ভয়, তাই ঘরের আঙিনা বা উঠোনে কাটা পুঁতে তার উপর দিয়ে পথ হাঁটার অভ্যাস করছেন। বর্ষার পথ পিচ্ছিল, তাই পথে জল ঢেলে তার উপর পায়ের আঙুল চেপে চলার চেষ্টা করছেন। রাধার এই প্রস্তুতি যেন একদিনের নয় বহুদিনের। শুধু দেহে নয়,তাঁর মনেও রয়েছে শ্যাম ভাবনার প্রভাব। তাই নিজের কঙ্কন পণ করে ঝার কাছে সর্প বন্ধন মন্ত্র শিক্ষা করেছেন। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে এতটাই তন্ময় যে গুরুজনের বচন বধিরের মত শোনেন এবং পরিজন বচনে বোকার মত হাসেন। গোবিন্দ দাস আত্মমগ্ন রাধার মনের পরিবর্তনের ঘটনাটি নীরব ভাষায় নির্দেশ করেছেন। সাধক কবি গোবিন্দ দাস রাধাকৃষ্ণ লীলার যেন এক দর্শক। তাই 'গোবিন্দদাস পরমাণ' বলে ভনিতায় বুঝিয়ে দিয়েছেন সে কথা। শ্রীরাধা অভিসারিকা হলেও কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য তার সাধনা এবং নিষ্ঠার পরিচয় এই পদে ধরা পড়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রায়শেখর চৈতন্য পরবর্তী কবি রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। 'পদকল্পতরু' নামক একটি বৈষ্ণব পদ সংকলনে তাঁর অনেক পদ পাওয়া গেছে। তাতাঁর লেখা অভিসারের একটি স্মরণীয় পদ হল-

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি চমকই"

পদটিতে আছে বর্ষা প্রকৃতির রূপচিত্রের প্রাধান্য। এটি বর্ষাভিসারের পদ। বর্ষা প্রকৃতির এই পদে উদ্দীপন বিভাব রূপে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির ভয়াল রূপের বিপরীতে রাধাপ্রেমের একনিষ্ঠতা বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতি বর্ণনায় দৃশ্যচিত্র এবং শব্দচিত্র উভয়ই সমান দক্ষতায় ফুটে উঠেছে। একদিকে আছে আকাশ জুড়ে মেঘের ছবি, সেইসঙ্গে প্রচন্ড শব্দে বিদ্যুৎ ঝলক এবং বজ্রপাতের ঝনঝন শব্দ ধ্বনি,খরতর বেগে বাতাসের আস্ফালন। অন্যদিকে আছে সখীর কাছে শ্রীরাধার দুঃখ বর্ণনা। এই পদে অন্যান্য বৈষ্ণব পদ এর মত শুধু শ্রীরাধার সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলা হয়নি রাধার জবানিতে শ্যাম বা কৃষ্ণের রাধার জন্য উৎকন্ঠায় পথের দিকে চেয়ে থাকার কথাও বলা হয়েছে। রাধার মনদর্পণে প্রতিবিম্বিত শ্যামের এই ছবি পাঠকের কাছে যেন দ্বিমুখী অভিসার দৃশ্যের অভিজ্ঞতা এনে দেয়। সখি সম্মোধন রীতি গোবিন্দ দাসের মত রায়শেখরের পদেও ব্যবহার করা হয়েছে।

অভিসার পর্যায়ের বিশিষ্ট পদকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি,চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস। তবে অভিসারের পদ রচনায় গোবিন্দ দাসের কৃতিত্ব তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশের পরিচয়। চিত্রধর্মীতা, নাটকীয়তা এবং গীতিপ্রাণতার সমাহারে গোবিন্দদাসের অভিসারের পদগুলি আস্বাদ্য এবং রসোত্তীর্ণ।